কলকাতা উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা বিচারাধিকার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ সালের সি. আর. আর. ৩৫৭৯

মেসার্স ডি এস্প্রেসা হোটেল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্যও

আবেদনকারীদের জন্য - শ্রী সনাত কুমার দাস

শ্রী সুজন চ্যাটার্জি

রাজ্যের জন্য - শ্রীমতি শ্রেয়াশি বিশ্বাস

শ্রীমতী গৌতম ডিন্ডা

শ্রীমতী অনিন্দ্য সুন্দর চ্যাটার্জি

শ্রীমতী পূজা গোস্বামী

শুনুন - ২১.০৬.২০২৩

বিচার - **২৮.১১.২০২৩৩**

বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় –

১. এই সংশোধনমূলক আবেদনটি দাখিল করা হয়েছে সেই বিতর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, যা ২২.০৮.২০১৪ তারিখে সম্মানিত অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক, দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বিচার ভবন, কলকাতা কর্তৃক দেওয়া হয়েছে, যা অপরাধ আবেদন নং ১০৩/২০১২ এর সাথে সম্পর্কিত, এবং যা সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতা কর্তৃক ০৮.১০.২০১৩ তারিখে মামলা নং ৯ডি/১০-এ দেওয়া রায় ও আদেশ থেকে উদ্‌ভূত, যা খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ৭ এবং ধারা ১৬(১)(ক)(i)-এর অধীনে ছিল এবং অপরাধ আবেদন নং ১০৩/২০১২ খারিজ করে সেই রায়কে বহাল রেখেছে ও

০৮.১০.২০১৩ তারিখে সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতা কর্তৃক দেওয়া রায় ও আদেশ, যা মামলা নং ৯ডি/১০-এর সাথে সম্পর্কিত এবং খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ৭ এবং ধারা ১৬(১)(ক)(i)-এর অধীনে ছিল।

২. আবেদনে উল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায় যে, আবেদনকারী নং ১ একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যা এম/এস দি এমপ্রেসা হোটেল নামে কলকাতা-৭০০০১৬, ১২/২এ, ড. মো. ইশাক রোডে অবস্থিত একটি সম্মানিত হোটেল পরিচালনার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে (পরে এই স্থানকে 'উক্ত স্থাপনা' হিসাবে উল্লেখ করা হবে)। আবেদনকারী নং ২ হলেন আবেদনকারী নং ১-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক; আবেদনকারী নং ৩ ও ৪ হলেন আবেদনকারী নং ১-এর পরিচালকগণ; এবং আবেদনকারী নং ৫ হলেন আবেদনকারী নং ১-এর হোটেলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি। আবেদনকারী নং ২ থেকে ৫ পর্যন্ত ব্যক্তিরা আবেদনকারী নং ১-এর হোটেলের দৈনন্দিন ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে জড়িত নন, তারা কেবলমাত্র আবেদনকারী নং ১ কোম্পানির নির্বাহী হিসেবে কর্মরত।

৩. ২০০৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর রঞ্জন দত্ত নামক একজন ব্যক্তি হোটেলের স্থাপনায় পৌঁছে নিজেকে উত্তরদাতা নং ১-এর খাদ্য পরিদর্শক হিসেবে পরিচয় দেন। পরিদর্শনের সময় তিনি উক্ত হোটেলের রান্নাঘরে কিছু পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার (পরে এটি 'উক্ত বস্তু' হিসেবে উল্লেখ করা হবে) রাখা দেখতে পান। উল্লিখিত খাদ্য পরিদর্শক আবেদনকারী নং ৫-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে উক্ত বস্তু কেবলমাত্র উক্ত স্থাপনায় সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না।

৪. উক্ত বস্তুটির একটি নমুনা খাদ্য পরিদর্শক দ্বারা সংগ্রহ করা হয়, যা এক কিলোগ্রাম করে তিনটি একই ধরনের সিল করা পলিথিন প্যাকেটে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ,

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, নমুনাটি ধনঞ্জয় সিনহা মহাপাত্র (পিডব্লিউ ৩), যিনি উত্তরদাতা নং ১-এর একজন খাদ্য পরিদর্শকও ছিলেন, তার উপস্থিতিতে সংগ্রহ করা হয়, যিনি নমুনা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জনগণ ও আশেপাশের দোকানদারদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত খাদ্য পরিদর্শককেই নমুনা সাক্ষী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। নমুনার একটি অংশ বিশ্লেষণের জন্য জন বিশ্লেষককে পাঠানোর কথা ছিল, অন্যদিকে বাকি দুই অংশ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও প্রধান পৌর স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়।

৫. ০৬ই জানুয়ারি, ২০১০ তারিখের এনডি/৮১/০৯ নম্বর যুক্ত জন বিশ্লেষকের প্রতিবেদন স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত হয়, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে উক্ত নমুনাটি ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত ছিল এবং খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪ (পরে 'উক্ত আইন' হিসেবে উল্লেখ করা হবে)-এর লঙ্ঘন করেছে।

৬. উত্তরদাতা সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতার কাছে যান এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ৭ ও ধারা ১৬(১)(ক)(i)-এর অধীনে মামলা নং ৯ডি/১০ দাখিল করেন; যেখানে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে উক্ত আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য সমন জারির আদেশ চেয়ে আবেদন করা হয়।

৭. পরবর্তীতে, সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতা ৮ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখে রায় প্রদান করেন, যেখানে আবেদকদের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৪৮(২)-এর অধীনে অভিযুক্ত করেন এবং প্রতিযোগিতায় খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ৭ ও ধারা ১৬(১)(ক)(i)-এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন।

৮. ৮ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতা কর্তৃক মামলা নং ৯ডি/১০-এর সাথে সম্পর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, আবেদক এখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৭৪-এর অধীনে সম্মানিত অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক, দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বিচার ভবন, কলকাতা-এ অপরাধ আবেদন নং ১০৩/২০১২ দাখিল করেন।

৯. সম্মানিত অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক, দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বিচার ভবন, কলকাতা, অপরাধ আবেদন নং ১০৩/২০১২ পর্যালোচনা করে উক্ত আবেদন খারিজ করেন এবং সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতা কর্তৃক ৮ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেওয়া রায় ও আদেশকে বহাল রাখেন।

১০. ২২শে আগস্ট ২০১৪ তারিখে সম্মানিত অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক, দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বিচার ভবন, কলকাতা কর্তৃক দেওয়া রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, যা অপরাধ আবেদন নং ১০৩/২০১২ থেকে উদ্‌ভূত, এবং যা সম্মানিত পৌরসভা ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, কলকাতা কর্তৃক ৮ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেওয়া রায় ও আদেশের সাথে সম্পর্কিত, আবেদনকারী এই সংশোধনমূলক আবেদন দাখিল করতে চান ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০১ এবং ধারা ৪৮২-এর অধীনে।

১১. আবেদকদের পক্ষে আইনজীবী মর্মে উপস্থাপন করেছেন যে-

i. নিম্ন আদালত অবৈধভাবে, যান্ত্রিকভাবে এবং আইন ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে, যার ফলে আবেদনকারী গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়েই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে নমুনা সাক্ষী খাদ্য পরিদর্শন বিভাগের একজন কর্মকর্তা এবং তাকে নিয়মিতভাবে অনুরূপ উদ্দেশ্যে অন্যান্য মামলায় ব্যবহার করা হয়েছে।

iii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, প্রসিকিউশন দ্বারা পরীক্ষা করা তিনজন সাক্ষীর কেউই স্বাধীন সাক্ষী ছিলেন না।

iv. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, আবেদনকারী নং ২ থেকে ৫-এর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না আবেদনকারী নং ১-এর হোটেলের দৈনন্দিন কাজে। প্রসিকিউশন আবেদনকারী নং ২ থেকে ৫-এর ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের ক্ষেত্রে তাদের সম্মতি, মদদ বা অবহেলার কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি।

v. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ব্যবসায়িক লাইসেন্স (প্রদর্শনী - ৭) আবেদনকারী নং ২ থেকে ৫-এর আবেদনকারী নং ১-এর হোটেলের দৈনন্দিন কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার বিষয়টি ইঙ্গিত করেনি।

vi. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, আবেদনকারী নং ১-এর কর্পোরেট দায়িত্ব আবেদনকারী নং ২ থেকে ৫-এর উপর আরোপ করা যায় না, তাদের সম্মতি, মদদ বা অবহেলার কোন প্রমাণ না থাকায়।

vii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, স্থানীয় জনগণকে নমুনা সাক্ষী হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য খাদ্য পরিদর্শক আহ্বান জানিয়েছেন, এমন কোনো প্রমাণ প্রসিকিউশন পেশ করেনি।

viii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, আইন অনুযায়ী পরিদর্শনের যথাযথ প্রক্রিয়া প্রমাণ করার জন্য কোন স্বাধীন তৃতীয় পক্ষকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি, যদিও পি. ডব্লিউ. ৩-এর সাক্ষ্যে নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠান ও রেস্তোরাঁর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ix. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, নমুনাগুলি পলিথিন প্যাকেটে সংগ্রহ করা হয়েছিল যা ছিদ্র হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ।

x. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, আবেদনকারীরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় বিল এবং চালান সরবরাহ করেছেন যাতে দেখানো যায় যে কর্নফ্লাওয়ারের প্যাকেটগুলি একটি নির্দিষ্ট প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে কেনা হয়েছে এবং সেই কারণে আবেদনকারীদের উপর কোন দায়িত্ব আরোপ করা যায় না। এই ধরনের নথি উপেক্ষা করা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমোদন পাওয়ার জন্য খাদ্য পরিদর্শকের ইচ্ছাকৃত গোপনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

xi. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং নিম্নের বিজ্ঞ আপিল আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিদর্শক পরিদর্শন প্রতিবেদনে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং নমুনা সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করেননি। এই তথ্যটি প্রসিকিউশন মামলার উপর সন্দেহ জাগায় কারণ নমুনা সংগ্রহের সময় আবেদনকারীরা উপস্থিত ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। এমনকি, নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি আইন অনুসারে নয়।

xii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে জন বিশ্লেষকের প্রতিবেদন নং এন ডি/৮১/০৯, তারিখ ০৬.০১.২০১০, আবেদনকারীদের দ্বারা গুরুতরভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

xiii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযোগ পিটিশনে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মিসব্র্যান্ডিং-এর কোনো মামলার উল্লেখ নেই।

xiv. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জব্দ করা কর্নফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে না প্রস্তুতকারক এবং না ডিলার।

xv. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রসিকিউশন কর্নফ্লাওয়ারকে সাধারণ মানব ভক্ষণে এবং এই উদ্দেশ্যে বিক্রির উপযোগী হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

xvi. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রসিকিউশন এমন কোনো প্রমাণ পেশ করেনি যা দেখাতে পারে যে উক্ত স্থানে পাওয়া কর্নফ্লাওয়ার মানব ভক্ষণের জন্য ছিল।

xvii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আবেদনকারীরা সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি খাদ্য পরিদর্শককে প্রদান করেছিলেন, তবে খাদ্য পরিদর্শক উক্ত প্রস্তুতকারক ও ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি।

xviii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে জন বিশ্লেষককে বিচারিক আদালতে হাজির করা হয়নি তার প্রতিবেদন প্রদানের এবং প্রমাণিত করার জন্য। জন বিশ্লেষকের প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণিত না হলে, তা আবেদনকারীদের উপর দায় আরোপের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

xix. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। অতএব, প্রসিকিউশন দ্বারা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণের প্রমাণ করা যায়নি।

xx. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে খাদ্য পরিদর্শক খাদ্য প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল গ্রহণের জন্য আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন।

xxi. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অনুমোদন প্রদানের পর্যায়ে প্রধান পৌর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রাসঙ্গিক নথি ও প্রতিবেদনের বিবেচনা এবং যথাযথ মনোযোগ প্রদান করা হয়নি।

xxii. নিম্ন আদালত ও আপীল আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রসিকিউশন আইনগত নোটিশ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

xxiii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিদর্শক (পিডব্লিউ ২) তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি কর্নফ্লাওয়ার প্যাকেজ করা কার্টনটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেননি। খাদ্য পরিদর্শকের এই নিষ্ক্রিয়তা আবেদনকারীদের মিথ্যা ভাবে ফাঁসানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে।

xxiv. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে খাদ্য পরিদর্শক (পিডব্লিউ ২) তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারকের ঠিকানা নির্ধারণ করতে পারেননি এবং ফলস্বরূপ তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

xxv. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রসিকিউশন কার্যকরীভাবে আইনগত নোটিশ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

xxvi. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে জব্দ করা পণ্যে ব্যাচ নম্বর, কোড নম্বরের অনুপস্থিতি একটি প্রস্তুতকারকের ত্রুটির নির্দেশ করে, যা আইনের অধীনে প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টির মাধ্যমে সুরক্ষিত।

xxvii. নিম্ন আদালত ও আপীল আদালত উভয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে খাদ্য পরিদর্শক এমন কোনো খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেননি যা উক্ত কর্নফ্লাওয়ার থেকে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

xxviii. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ধারা ৩১৩, দণ্ডবিধি কোডের অধীনে আসামিদের সামনে যে প্রশ্নগুলো রাখা হয়েছিল তা অপ্রাসঙ্গিক ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে অর্পিত অভিযোগগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেয়নি।

xxix. নিম্ন আদালত ও আপীল আদালত উভয়ই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে কোনো খাদ্যদ্রব্যকে বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়, অন্য উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে না।

xxx. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আইন খাদ্য পরিদর্শককে শুধু তাদের কাছে নমুনা নেওয়ার ক্ষমতা দেয় যারা আইনের আওতায় পড়ে, নমুনা কেবলমাত্র সেই পণ্যগুলির কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে যা মানুষের ব্যবহারের জন্য বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা হয়। অন্য যে কোনো নমুনা নেওয়া হলে, তা প্রসিকিউশন দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে না।

xxxi. নিম্ন আদালত ও আবেদন আদালত উভয়ই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আইনের অপব্যবহার হতে পারে না, যদি না সঠিক নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এটি প্রসিকিউশনের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।

xxxii. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আপিল আদালত এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, কোনও কর্পোরেট সংস্থা এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগে, অভিযোগকারীকে অভিযোগেই উল্লেখ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট পরিচালকরা কোম্পানির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়ী কিনা। অভিযোগে কোম্পানির দৈনন্দিন কাজে পরিচালকদের ভূমিকা সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে, তাদের উপর দায় চাপানো যাবে না।

xxxiii. মাননীয় বিচারিক আদালত এবং শিখিত আবেদন কোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, প্রসিকিউশন কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি যা দেখায় যে জব্দ করা পণ্যটি এমন কোনো পণ্যের অনুকরণ বা বিকল্প যা অন্য কোনো খাদ্যপণ্য নামের অধীনে বিক্রি করা হচ্ছিল। বিশ্লেষক রিপোর্টে যেখানে তিনি শুধুমাত্র উপাদানের বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা অনুকরণ বা বিকল্প প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

১২. রাজ্যের আইনজীবী বলেছেন যে, পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টে উক্ত আইন অনুযায়ী পণ্যগুলির মিসব্র্যান্ডিং উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুতরাং ট্রায়াল কোর্ট সঠিকভাবে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং এই আবেদন টি খারিজ করা উচিত।

১৩. "২. সংজ্ঞা - এই আইনে, যদ্দ্বারা প্রসঙ্গ অন্যথায় প্রয়োজন হয় না -

(i) "অ্যাডাল্টারেন্ট" মানে কোনো উপাদান যা বা যা অ্যাডাল্টারেশন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে;

(iক) "অ্যাডাল্টারেটেড" - একটি খাদ্যপণ্যকে অ্যাডাল্টারেটেড বলা হবে -

(ক) যদি পণ্যটি বিক্রেতার দ্বারা এমন কোনো প্রকারের, পদার্থ বা গুণাবলী না থাকে যা ক্রেতা চেয়েছিল এবং তার জন্য ক্ষতিকর হয়, অথবা এটি এমন কোনো প্রকারের, পদার্থ বা গুণাবলী যা এটি দাবি করেছে বা প্রতিনিধিত্ব করেছে বলে হওয়া উচিত।

(খ) যদি পণ্যটিতে কোনো অন্যান্য উপাদান থাকে যা প্রভাবিত করে, অথবা যদি পণ্যটি এমনভাবে প্রক্রিয়া করা হয় যাতে এর প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

(গ) যদি কোনো নিম্নমানের বা সস্তা উপাদান পুরোপুরি বা আংশিকভাবে পণ্যটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, যাতে এর প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

(ঘ) যদি পণ্যটির কোনো উপাদান পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অপসারণ করা হয়, যাতে এর প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

(ঙ) যদি পণ্যটি অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় প্রস্তুত, প্যাক করা বা রাখা হয়, যার ফলে তা দূষিত বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে;

(চ) যদি পণ্যটি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কোনো নোংরা, পঁচা, দূষিত, মরণাপন্ন বা রোগাক্রান্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ উপাদান দ্বারা গঠিত হয়, অথবা এটি কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অন্য কোনোভাবে মানবভোগ্য নয়;

(ছ) যদি পণ্যটি কোনো রোগাক্রান্ত প্রাণী থেকে প্রাপ্ত হয়;

(জ) যদি পণ্যটি কোনো বিষাক্ত বা অন্যান্য উপাদান ধারণ করে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর করে তোলে;

(ঝ) যদি পণ্যের প্যাকেজিং সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে কোনো বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদান দ্বারা গঠিত হয়, যা এর কনটেন্টের জন্য স্বাস্থ্যগতভাবে ক্ষতিকর করে তোলে;

(ঞ) যদি কোনো রঙের উপাদান পণ্যটিতে উপস্থিত থাকে যা তার জন্য নির্ধারিত নয়, অথবা যদি নির্ধারিত রঙের উপাদানটি পণ্যটিতে উপস্থিত থাকে এবং তা নির্ধারিত সীমার বাইরে থাকে;

(ট) যদি পণ্যটিতে কোনো নিষিদ্ধ প্রিজারভেটিভ বা অনুমোদিত প্রিজারভেটিভ নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে;

(ঠ) যদি পণ্যটির গুণমান বা শুদ্ধতা নির্ধারিত মানের নিচে চলে যায় অথবা এর উপাদানগুলি নির্ধারিত পরিবর্তন সীমার মধ্যে না থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে;

(ড) যদি পণ্যটির গুণমান বা শুদ্ধতা নির্ধারিত মানের নিচে চলে যায় অথবা এর উপাদানগুলি নির্ধারিত পরিবর্তন সীমার মধ্যে না থাকে, তবে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

তবে, যেখানে পণ্যটির গুণমান বা শুদ্ধতা, যা প্রাথমিক খাদ্য হিসেবে বিবেচিত, নির্ধারিত মানের নিচে চলে গেছে অথবা এর উপাদানগুলি নির্ধারিত পরিবর্তন সীমার মধ্যে না থাকে, এবং যেটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে এবং মানবিক প্রভাবের বাইরে ঘটেছে, তখন এমন পণ্যটিকে এই উপধারা অনুযায়ী অপদ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।

ব্যাখ্যা - যেখানে দুটি বা ততোধিক প্রাথমিক খাদ্য একত্রিত হয়ে মিশ্রিত হয় এবং ফলস্বরূপ খাদ্যটি -

(ক) এমন একটি নামের অধীনে সংরক্ষিত, বিক্রি বা বিতরণ করা হয় যা তার উপাদানগুলিকে নির্দেশ করে; এবং

(খ) যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়, তখন এমন ফলস্বরূপ খাদ্যটি এই উপধারার অধীনে অপদ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে না;

১৪. "৭. **কিছু খাদ্য পণ্য তৈরির, বিক্রির ইত্যাদি নিষেধাজ্ঞা**- কোনও ব্যক্তি নিজে অথবা তার পক্ষে কোনও ব্যক্তি খাদ্য বিক্রির জন্য তৈরি, সংরক্ষণ, বিক্রি বা বিতরণ করতে পারবে না-

(i) কোনো অপদ্রব্য খাদ্য;

(ii) কোনো ভুল চিহ্নিত খাদ্য;

(iii) কোনো খাদ্য পণ্য যার বিক্রির জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন, তবে শুধুমাত্র লাইসেন্সের শর্তাবলীর অধীনে;

(iv) কোনো খাদ্য পণ্য যার বিক্রি বর্তমানে খাদ্য (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ দ্বারা সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যের স্বার্থে নিষিদ্ধ।

(v) কোনো খাদ্য পণ্য যা এই আইন বা এর অধীন তৈরি কোনো বিধি লঙঘন করে;

(vi) কোনো অপদ্রব্য।

ব্যাখ্যা -- এই ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অপদ্রব্য খাদ্য, ভুল চিহ্নিত খাদ্য, বা ধারা (iii), (iv), বা (v) এর অধীনে উল্লিখিত কোনো খাদ্য পণ্য সংরক্ষণ করে, তবে তাকে সেই খাদ্য পণ্যটি বিক্রির জন্য খাদ্য তৈরির উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

১৫. "১৩. পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট-

(২) যদি উপধারা (১) অনুযায়ী বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত রিপোর্টে উল্লিখিত খাদ্য দ্রব্যটি অপদ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত হয়, তবে স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ, যেখান থেকে খাদ্য দ্রব্যের নমুনা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর এবং যদি কেউ তাদের নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ ধারা ১৪এ অনুযায়ী প্রকাশিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কাছে রিপোর্টের কপি প্রেরণ করবে, তাদের জানিয়ে দিবে যে তারা ইচ্ছা করলে, উক্ত রিপোর্টের কপি পাওয়ার তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করতে পারে যাতে স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংরক্ষিত খাদ্য দ্রব্যের নমুনা কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা যায়।"

১৬. "১৬. দন্ড- (১) উপধারা (১এ) এর বিধির আওতায়, যদি কোনো ব্যক্তি -

(ক) নিজে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি তার পক্ষে ভারতবর্ষে আমদানি করে বা বিক্রির জন্য খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন করে বা সংরক্ষণ, বিক্রয় বা বিতরণ করে -

(i) যা অপদ্রব্য হিসেবে ধারা ২ এর উপধারা (ম) এর অধীনে বা ভুল চিহ্নিত খাদ্য হিসেবে সেই ধারার (ix) এর অধীনে বা যার বিক্রি কোনো বিধির অধীনে বা খাদ্য (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষের আদেশের অধীনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ii) উপধারা (i)-এ উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্যের বাইরে, এই আইন বা এর অধীন কোনো বিধির লঙঘন করে,

১৭. ″১৯. **এই আইনের অধীনে মামলার জন্য অনুমোদিত বা অস্বীকারযোগ্য প্রতিরক্ষা**-

(১) কোনো অপদ্রব্য বা ভুল চিহ্নিত খাদ্য দ্রব্যের বিক্রির জন্য অভিযোগের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র এটি যে বিক্রেতা তার বিক্রি করা খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃতি, উপাদান বা গুণ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল অথবা যে ক্রেতা কোনো দ্রব্য পরীক্ষার জন্য কিনেছিলেন এবং বিক্রির ফলে কোনো ক্ষতি হয়নি, এই যুক্তি উপস্থাপন করা কোনো প্রতিরক্ষা হিসেবে গৃহীত হবে না।

(২) একজন বিক্রেতাকে কোনো অপদ্রব্য বা ভুল চিহ্নিত খাদ্য দ্রব্যের বিক্রির জন্য দোষী বলা যাবে না, যদি সে প্রমাণ করতে পারে-

(ক) যে সে খাদ্য দ্রব্যটি কিনেছিল-

(i) এমন ক্ষেত্রে যেখানে বিক্রির জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন, সঠিকভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক, পরিবেশক বা ডিলার থেকে।

(ii) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো প্রস্তুতকারক, পরিবেশক বা ডিলার থেকে নির্ধারিত ফর্মে লিখিত গ্যারান্টি নিয়ে; এবং।

(খ) যে খাদ্য দ্রব্যটি তার দখলে থাকাকালীন সঠিকভাবে সংরক্ষিত ছিল এবং সে এটি সঠিক অবস্থায় বিক্রি করেছে, যেমনটি সে কিনেছিল।

(৩) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি (ধারা ১৪) অনুযায়ী একটি গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য দাবি করা হয়েছে, তিনি শুনানির সময় উপস্থিত হতে এবং প্রমাণ দিতে অধিকারী হবেন।″

১৮. ″বিশ্লেষণ রিপোর্টঃ-

(i) নমুনার বিবরণঃ কর্ন ফ্লাওয়ার (বন্ধ প্যাকেটে প্যাকেটের লেবেল অনুসারে)

(ii) শারীরিক চেহারাঃ দুধ সাদা নরম পাউডার, ১ কেজির বন্ধ পলিথিন প্যাকেটে। প্যাকেটে কর্ন ফ্লাওয়ার উল্লিখিত। ব্যাচ নং/কোড নং/লট নং এবং প্রস্তুতির তারিখ প্যাকেটে কোথাও পাওয়া যায়নি। হায়াসিন্থ প্রোডাক্টস, কলকাতা - ৭০০০১৬, ইমেইল উল্লিখিত।

(iii) লেবেলঃ স্যুপ, কেক ইত্যাদির জন্য। কেবলমাত্র শিল্পিক ব্যবহারের জন্য।″

সিরিয়াল নাম্বার	গুণগত বৈশিষ্ট্য	পরীক্ষার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ডি. জি. এইচ. এস	ফলাফল	নির্ধারিত মান অনুসারে: (ক) আইটেম এ - অ্যাপেনডিক্স 'বি' অনুযায়ী (খ) প্রোপাইটারি খাবারের লেবেল ঘোষণা অনুযায়ী (গ) উক্ত উভয়ের জন্য আইন এবং নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী
১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।	আর্দ্রতা মোট ছাই ছাই মধ্যে দ্রবণীয় দিল এইচ সিএল অ্যালকোহলযুক্ত অ্যাসিডিটি রং যোগ করা হয়েছে ব্যাপার বহিরাগত বিষয়		6.8% ০.০৩% নগণ্য 0.27 মিলি। প্রতি এনএ০এইচ ১০০ গ্রাম। এর শুকনো নমুনা অনুপস্থিত অনুপস্থিত	

মতামত: "কর্ন ফ্লাওয়ার-এর নমুনা পি.এফ.এ. নিয়ম ৩২ (ই) ও (এফ) লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং, এটি মিসব্রান্ডেড।"

১৯. পিডব্লিউ-১ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট পেটিশনারদের নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল এবং তাতে প্রদত্ত স্বাক্ষরগুলি এক্সহিবিট-২ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও এক্সহিবিট-৩, ৩/১, ৩/২ হিসেবে চিহ্নিত করা দলিলগুলি চিহ্নিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, নিউ মার্কেট পোস্ট অফিসে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে এ.ডি. কার্ড না পাওয়ার বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তবে, পোস্ট অফিস কোনো উত্তর দেয়নি। ওই চিঠিটি এক্সহিবিট-৪ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর জেরা করার সময়, তিনি নিজের ক্ষমতা মেনে নিয়েছিলেন যে, তিনি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট সার্ভ করার অনুমতি পেয়েছিলেন, যদিও তিনি এর পক্ষে কোনো দলিল উপস্থাপন করতে পারেননি। তিনি আরও বলেছেন যে, আবেদনকারী/পেটিশনাররা রিপোর্ট গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন,

পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট এবং তিনি যে সব বিধি-বিধান লঙ্ঘন করেননি তা ১৩(২) ধারায় বর্ণিত "প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন মামলা "-এর অধীনে।

২০. পিডব্লিউ-২ তাঁর সাক্ষ্যদানে, মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন যে, হোটেলের এ একাধিক ধরনের কাঁচা দাল, পনির, পাউডার করা বিস্কুট, গমের আটা, কর্ন ফ্লাওয়ার, মশলা ইত্যাদি স্ট্যাক করা ছিল এবং সেগুলির সাথে রান্না করা খাবারও ছিল, যা গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছিল এবং কর্ন ফ্লাওয়ার-এর স্টোরেজ সিল করা ও লেবেল লাগানো প্যাকেটগুলো সন্দেহজনক ছিল। পিডব্লিউ-২ ওই প্যাকেটগুলো থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। স্থানীয় অন্যান্য গ্রাহক ও উপস্থিত লোকেরা তাঁর অনুরোধে সাক্ষী হতে অস্বীকার করেন। ফলস্বরূপ, তাঁর সহকর্মী, খাদ্য পরিদর্শক ধনঞ্জয় মহাপাত্র সহগামী সাক্ষী হিসেবে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করতে সম্মত হন। এর পরে, জব্দ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তিনি "হায়াসিনথ" শব্দটি প্রদর্শিত হওয়া তিনটি প্যাকেট থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন, যেগুলি পাবলিক অ্যানালিস্টে পাঠানো হয়। নমুনাগুলি ৯.১২.২০০৯ তারিখে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং ১০.১২.২০০৯ তারিখে পাবলিক অ্যানালিস্টে পাঠানো হয়েছিল।

২১. ডব্লিউ-১ তাঁর জেরা করার সময় বলেছিলেন যে, যদিও তারা হোটেলের খাদ্য সামগ্রীর ক্রয় বিল, ভাউচার, ক্রয় রেজিস্টার, নগদ বই, খাতা ইত্যাদি-এ রেখেছিলেন, সেগুলি আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি বা আইনজীবীকে দেওয়া হয়নি।

২২. ডব্লিউ-২ তাঁর সাক্ষ্যদানে, উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিদর্শকের কাছে সব প্রাসঙ্গিক দলিল মূল রূপে জমা দিয়েছিলেন এবং স্বীকারোক্তি পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তা তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

২৩. পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাবলিক অ্যানালিস্ট দ্বারা পরীক্ষা করা নমুনাগুলি মিসব্র্যান্ডেড। নমুনাগুলি এডালটারেটেড ছিল না।

২৪. ״প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন মামলা ״ এর ২(ix) ধারায় ״মিসব্র্যান্ডেড״ শব্দটি নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"(ix)״মিসব্র্যান্ডেড״- একটি খাদ্য দ্রব্যকে মিসব্র্যান্ডেড বলে গণ্য করা হবে -

(এ) যদি এটি অন্য কোনো খাদ্য দ্রব্যের অনুকরণ বা বিকল্প হয়, অথবা এমনভাবে তৈরি হয় যা অন্য খাদ্য দ্রব্যের নামে বিক্রির সময় প্রতারণা করতে পারে, এবং তার প্রকৃত চরিত্র স্পষ্টভাবে এবং পরিষ্কারভাবে লেবেল করা না থাকে;

(বি) যদি এটি মিথ্যা দাবি করা হয় যে এটি কোনো স্থান বা দেশের উৎপাদন;

(সি) যদি এটি অন্য কোনো খাদ্য দ্রব্যের নামে বিক্রি করা হয়;

(ডি) যদি এটি এমনভাবে রঙিন, সুগন্ধযুক্ত বা আবৃত করা হয়, গুঁড়ো বা পালিশ করা হয় যাতে দ্রব্যের ক্ষত বা ত্রুটি গোপন থাকে অথবা যদি দ্রব্যটি আসলে যা তা থেকে বেশি ভালো বা মূল্যবান মনে হয়;

(ই) যদি এর লেবেল বা অন্য কোনো স্থানে মিথ্যা দাবি করা হয়;

(এফ) যদি এটি এমন প্যাকেজে বিক্রি করা হয় যা সিল করা বা প্রস্তুত করা হয়েছে প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক দ্বারা অথবা তার নির্দেশে, এবং যার নাম এবং ঠিকানা প্যাকেজের বাইরে স্পষ্টভাবে এবং সঠিকভাবে উল্লেখ করা না থাকে এবং যে পরিমাণ বৈচিত্র্য আছে তা আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে;

(জি) যদি প্যাকেজের মধ্যে বা প্যাকেজের লেবেলে এর উপাদান বা উপকরণের ব্যাপারে কোনো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য, নকশা বা ডিভাইস থাকে; অথবা প্যাকেজটি অন্য কোনোভাবে বিভ্রান্তিকর হয় তার উপকরণের বিষয়ে;

(এইচ) যদি প্যাকেজে বা তার লেবেলে এমন একটি কাল্পনিক ব্যক্তি বা কোম্পানির নাম থাকে যা উৎপাদক বা প্রস্তুতকারক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে;

(আই) যদি এটি দাবি করা হয় বা উপস্থাপন করা হয় বিশেষ ডায়েটরি ব্যবহারের জন্য, যতক্ষণ না তার লেবেলে তা সম্পর্কিত এমন তথ্য থাকে যা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।"

(জে) যদি এতে কোনো কৃত্রিম সুগন্ধি, কৃত্রিম রঙ বা রাসায়নিক সংরক্ষক থাকে, তবে একটি ঘোষণামূলক লেবেল থাকা উচিত যা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে, অথবা যদি এটি এই মামলা বা এর অধীনে তৈরি নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে থাকে;

(কে) যদি এটি এই মামলা বা এর অধীনে তৈরি নিয়মাবলী অনুযায়ী লেবেল করা না থাকে।

২৫. আলকেম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যদের ক্ষেত্রে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "১৯. তবে, ১৯৫৪ সালের আইনটির ধারা ২(ia), যা 'অসাধু' শব্দের সংজ্ঞা দেয় এবং ধারা ২(ix), যা 'ভুলভাবে চিহ্নিত' শব্দের সংজ্ঞা দেয়, এই দুই ধারা মধ্যে কিছু পরস্পরাবেশ দেখা যায়। ধারা ২(ia)(a) এর মধ্যে 'অসাধু' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এমন একটি খাদ্যপণ্য যা 'তার প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণমান যা এটি দাবি বা উপস্থাপন করেছে, তা নয়।' যেখানে ধারা ২(ix)(g) এর মধ্যে 'ভুলভাবে চিহ্নিত' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়টি:

"২. (i)(ix)(g) যদি প্যাকেজের মধ্যে থাকা বা প্যাকেজের লেবেলে কোন বিবৃতি, ডিজাইন বা ডিভাইস থাকে যা তার উপাদান বা যে উপাদানগুলি এতে রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কোন মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়, অথবা যদি প্যাকেজটি তার বিষয়বস্তুর প্রতি কোনওভাবে প্রতারণামূলক হয়।"

অতএব, উদাহরণস্বরূপ, এমন ক্ষেত্রে যেখানে এটি পাওয়া যায় যে একটি খাদ্যপণ্য অতিরিক্ত একটি উপাদান ধারণ করে যা তার প্যাকেজিংয়ে বিজ্ঞাপিত হয়নি, অথবা বিপরীতভাবে, যেখানে একটি খাদ্যপণ্য এমন একটি উপাদান অনুপস্থিত যা তার লেবেল/প্যাকেজিংয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকার দাবি করা হয়েছিল; অথবা যেখানে খাদ্যপণ্যটি একটি নিম্নমানের প্রতিস্থাপন ব্যবহার করেছে কিন্তু লেবেলটি তার উন্নত মানের উপাদান ব্যবহারের দাবি করে।"

(২০২০) ২০ এস সি সি ১৭৪

যদি খাদ্যপণ্যটি একটি নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করে থাকে কিন্তু লেবেলটি তা উন্নতমানের উপাদান ব্যবহারের দাবি করে, তাহলে এটি একে অপরের সাথে বিকৃতি এবং মিথ্যা ব্র্যান্ডিং উভয়েরই ঘটনা হবে।

২০. এটি উদাহরণের একটি পূর্ণ তালিকা নয়, তবে বলা যথেষ্ট যে, কিছু পরিস্থিতিতে, এমনকি 'মিথ্যা ব্র্যান্ডিং' অপরাধ প্রমাণের জন্যও সংশ্লিষ্ট খাদ্য নমুনাগুলির পরীক্ষা করা প্রয়োজন হবে, তবে ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ১১-১৩ অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। কারণ, এসব ক্ষেত্রে, যদি খাদ্য পণ্যের উপাদানগুলির মধ্যে কোন বিকৃতি ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত না করা যায়, তবে এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে না যে নির্মাতা, বিপণনকারী বা বিক্রেতা খাদ্য পণ্যের উপর প্রতারণামূলক লেবেল/প্যাকেজ লাগিয়েছে কিনা।

২১. এরপর প্রশ্ন আসে, কোন পরিস্থিতিতে, যেখানে 'মিথ্যা ব্র্যান্ডিং' প্রমাণ করতে খাদ্য নমুনাগুলির পরীক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট 'বিকৃতি' এর অভিযোগ আনা হয়নি, সেখানে কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে? ধারা ১৩(২) এই বিষয়ে দুর্ভাগ্যবশত নিরব। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিধান যে, একটি দণ্ডমূলক আইনে যে কোনও অস্পষ্টতা থাকলে তা অভিযুক্তের পক্ষে ব্যাখ্যা করা উচিত। এটি হাস্যকর এবং বৈষম্যমূলক হবে যে, প্রসিকিউশন একদিকে 'মিথ্যা ব্র্যান্ডিং' অপরাধ প্রমাণের জন্য ১৩(১) এর অধীনে পাবলিক বিশ্লেষকের প্রতিবেদন ব্যবহার করবে, এবং অন্যদিকে দাবি করবে যে অভিযুক্তরা ঐ প্রতিবেদনকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারী নন, কারণ এটি 'বিকৃতি' এর ঘটনা নয়। এমন একটি পরিস্থিতিতে, ধারা ১৩(২) এর 'বিকৃত' শব্দটি 'মিথ্যা ব্র্যান্ডিং' এর সাথে যুক্ত হিসেবে পড়তে হবে, যতটুকু এটি সংশ্লিষ্ট খাদ্য পণ্যের উপাদানের সাথে সম্পর্কিত এবং ১৩ এর প্রাসঙ্গিক ধারা পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে।

২২. সুতরাং, আমরা এই বিষয়ে সতর্ক মতামত প্রদান করছি যে, যেখানে খাদ্য পণ্যের উপাদান/বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা 'মিথ্যা ব্র্যান্ডিং' অপরাধ প্রমাণের জন্য অপরিহার্য, সেখানে ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ১১-১৩ এর অধীনে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত, তা সত্ত্বেও যে 'বিকৃতি' অভিযোগ আনা হয়েছে

অথবা নয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি থেকে দ্বিতীয় মতামত পাওয়ার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ধারা ১৩(২) অনুযায়ী। একই পরীক্ষা প্রযোজ্য হবে ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে অন্য যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রেও, যার জন্য দণ্ড নির্ধারিত হয়েছে।

২৬. 'স্টেট অফ এম.পি. বনাম প্রকাশ সিং চৌহান ও অন্যরা' মামলায় সম্মানিত সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন:

"৪. 'মিসব্র্যান্ডিং' এর সংজ্ঞা আইন ধারা ২(ix) তে দেওয়া হয়েছে। এই মামলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপধারা নিচে উল্লেখ করা হলো:

"২.(ix) 'মিসব্র্যান্ড' - খাদ্যবস্তুটি মিসব্র্যান্ডেড বলে গণ্য হবে যদি -

(ক)-(খ) * * *

(ঘ) যদি এর জন্য মিথ্যা দাবি করা হয় লেবেলে বা অন্যভাবে;

(ঙ)-(ঝ) * * *

(ঞ) যদি এটি এই আইনের বা এর অধীনে গৃহীত নিয়ম অনুসারে লেবেল করা না হয়

২৭. মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট, পয়েন্ট নং ৭ নিষ্পত্তি করার সময় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:

> *"অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মতে, তারা উক্ত খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতকারক বা ডিলার নয়। উক্ত খাদ্যবস্তুটি অভিযুক্ত নং ১/হোটেলে সঠিকভাবে সংরক্ষিত ছিল, যেখানে তারা যেভাবে কিনেছিল তেমনি। সুতরাং, তাদেরকে উক্ত খাদ্যবস্তুর 'মিসব্র্যান্ডিং' অপরাধের জন্য দায়ী করা যাবে না।*
>
> *ডব্লিউ.১ এবং ডব্লিউ.২ তাদের সাক্ষ্যে বলেছেন যে তারা সংশ্লিষ্ট ফুড ইন্সপেক্টরের কাছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি জমা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি উক্ত খাদ্যবস্তুটির প্রস্তুতকারক বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।*
>
> *অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট ফুড ইন্সপেক্টর (পী.ডব্লিউ.২) তার সাক্ষ্যে মেনে নিয়েছেন যে তিনি ওই খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতকারক বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।*

(২০০৩) ১২ এস সি সি ৪০৬

তথ্য অনুসন্ধান করতে, যেগুলিতে উক্ত খাদ্যবস্তুটি প্যাক করা হয়েছিল। তার মতে, যদি সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিদর্শক ওই খাদ্যবস্তুর কার্টুনগুলো লক্ষ্য করতেন, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবেই উক্ত খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতকারক চিহ্নিত করতে পারতেন। কিন্তু, যেহেতু সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিদর্শক উক্ত খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং কেবলমাত্র বর্তমান অভিযুক্তদের এই মামলায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে ছিলেন, তাই তিনি উক্ত খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতকারক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন মনে করেননি।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, পি. ডব্লিউ. ২ তার সাক্ষ্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি অভিযুক্ত নং ৫-কে উক্ত খাদ্যবস্তু কেনার সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলগুলি প্রদান করতে বলেছেন, কিন্তু উক্ত অভিযুক্ত কোনো দলিল তার কাছে প্রদান করতে পারেননি। অভিযুক্ত ঐ দলিলগুলি তার কাছে ১৫ দিনের মধ্যে সরবরাহ করতে পারেননি, যা তার অভিযুক্ত নং ১/হোটেলে আসার পর থেকে সময়সীমা অনুসরণ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে, যেহেতু তিনি উক্ত খাদ্যবস্তু প্রস্তুতকারকের ঠিকানা নির্ধারণ করতে পারেননি, তাই তিনি তার বিরুদ্ধে বর্তমান আইনের অধীনে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

২৮. মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করেননি যেখানে প্রস্তুতকারকের নাম ও ঠিকানা সহ ইমেইল দেওয়া ছিল। প্রমাণের বোঝা মূলত অভিযুক্তের উপর রয়েছে। অভিযুক্ত প্রাসঙ্গিক আইনের উল্লেখিত ধারা মেনে রিপোর্টের কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঠিকভাবে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ডকুমেন্টের প্রেরণ সনদ এবং পি. ডব্লিউ. ১ দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠানো চিঠি যা জানাচ্ছে যে আবেদনকারীরা পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তা অভিযোগকারীর দায়িত্ব অবলম্বন করার থেকে মুক্তি দেয় না, যে তাকে পাবলিক অ্যানালিস্ট রিপোর্ট সম্পর্কে আবেদনকারীদের অবহিত করতে হবে।

মৌখিক পেশ করা বক্তব্য শুধুমাত্র প্রমাণের অভাবে সেই সব ক্ষেত্রে পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না যেখানে অপরাধমূলক দায় জড়িত থাকে। তদুপরি, এ. ডি. কার্ডটি দলিল দ্বারা গৃহীত হয়নি। পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট আবেদনকারীদের ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি।

২৯. অপরাধী সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, কর্ন ফ্লাওয়ারের সংরক্ষণ প্রমাণিত হয়েছে, তবে তার বিক্রির প্রমাণ নেই। অভিযুক্তরা কর্ন ফ্লাওয়ারের উৎপাদককে খুঁজে বের করার জন্য কোনো চেষ্টা করেনি। শুধুমাত্র খাবারের উপাদান প্রস্তুতের জন্য কর্ন ফ্লাওয়ারটি সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে অভিযুক্তদের দ্বারা বিক্রির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু এর উৎপাদক অভিযুক্তদের উপর আরোপিত হয়নি। অভিযুক্তরা 'হায়াসিন্থ' ব্র্যান্ড নামটি যা কর্ন ফ্লাওয়ারের প্যাকেটে খোদিত ছিল তা প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর কিনা তা প্রমাণ করার জন্যও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, যা পিএফএ (প্রিভেনশন অব ফুড অ্যাডাল্টারেশন) রুলসের ৩২ (ই) এবং (এফ) অনুসারে বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

৩০. আবেদনকারীরা একটি পণ্য কেনার জন্য সাধারণ মানুষ হিসেবে তার ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে প্রবেশ করতে পারে না। এটি অভিযোগকারীদের উপর ছিল যে তারা কর্ন ফ্লাওয়ারের উৎপাদন উৎস পরীক্ষা করে, প্রকৃত অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করতে।

৩১. আবেদনকারীরা ভুট্টার আটার প্রস্তুতকারক বা বিপণনকারী ছিলেন না এবং তাই উপাদান বা ব্র্যান্ডিং পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। প্রসিকিউশন সংশ্লিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর পরিবেশক, ডিলার বা প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অধিকন্তু, আবেদনকারীদের পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি যাতে ভুট্টার আটার বিপণনকারী, প্রস্তুতকারক, পরিবেশক বা ডিলার খুঁজে বের করা যায়, যা স্পষ্টতই আবেদনকারীদের দ্বারা তৈরি করা হয়নি।

৩২. অতএব, বর্তমান অপরাধ পুনঃমূল্যায়ন আবেদন সি. আর. আর. ৩৫৭৯/২০১৪ অনুমোদিত হল।

৩৩. ২২শে আগস্ট, ২০১৪ তারিখে সম্মানিত অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক, ২য় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বিচারের ভবন, কলকাতা কর্তৃক দেওয়া আদেশ এবং ২০১২ সালের ক্রিমিনাল অ্যাপিল নং ১০৩-এ ৮ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে সম্মানিত পৌর আদালত, ২য় আদালত, কলকাতা কর্তৃক দেওয়া আদেশ যা প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন মামলা , ১৯৫৪-এর ধারা ৭ এবং ধারা ১৬(১) (এ) (I) অনুযায়ী মামলা নং ৯ডি/১০-এ ছিল, তা বাতিল করা হল।

৩৪. খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশ নেই।

৩৫. এই রায়ের কপি সম্মানিত ট্রায়াল আদালত এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশনার জন্য পাঠানো হবে।

৩৬. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly